Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

রঘুনাথগঞ্জ শাখায়

মাত্র ৭৫৲ টাকায় রেডিও

বাকী টাকা কিস্তিতে দেয়

ইলেকট্রনিকের সকল রকম

ট্রানজিষ্টার রেডিওতে নগদ ক্রেতাদের

বিশেষ কনশেসন

ধনরাজ পিপাড়া

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট), মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৭৪ ইং 30th Aug. 1967 | ১৬শ সংখ্যা।

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

বিপুলতা আবার

প্রস্তুতকারক

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

খেলা ঘর

স্কুল কলেজের নানাপ্রকার খেলাধুলার সরঞ্জাম, সর্ব্বপ্রকার প্রসাধন সামগ্রী ও চা বিস্কুট পাইবেন।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের মনের মত ভাল বই সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৭৪ সাল।

॥ অবশ্য চিন্তনীয় ॥

—০—

ফুটবল এ দেশের জিনিস নহে। বিদেশ হইতে ইহার আমদানী হইয়াছে। ইংরাজ আমলে ভারতে ইহার প্রচলন হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'কন্দুক' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা তৎকালীন ফুটবল কি না জানি না, তবে প্রাচীনকালের এই 'কন্দুক' ক্রীড়ার স্বরূপ কিরূপ ছিল, তাহা জানা বোধ হয়, সম্ভব নহে। এই কন্দুক হাত, পা অথবা অন্য কিছুর দ্বারা খেলা হইত কি না তাহা সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষজ্ঞগণই নির্দেশ করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, ইংরাজদের কল্যাণে ফুটবল বর্তমানে এদেশে এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, বলিতে গেলে ফুটবল খেলা আজ ভারতের জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শুধু ছোট-বড় শহরেই নহে, দূর দূর পল্লীগ্রামেও ফুটবল খেলার যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে বড়রাও ফুটবলে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাই দেখা যায়, পল্লী অঞ্চলেও হয়ত কোন অর্থবান্ ব্যক্তির আনুকূল্যে অথবা তত্রত্য উৎসাহী যুবকদের চেষ্টায় লীগ ভিত্তিতে অথবা নক্‌আউট হিসাবে কাপের অথবা শীল্ডের ফুটবল প্রতিযোগিতা হইতেছে। আর ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া একটা উৎসাহের জোয়ার কিছুদিনের জন্য বহিতে থাকে। বিশেষতঃ বর্ষায় মনের নিরানন্দময় এবং বিরক্তিকর অবস্থায় বৈচিত্র্যদানের পক্ষে ফুটবলের অবদান কম নহে। তীব্র প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহের মধ্যে অপ্রীতি ও অশান্তি কখনও কখনও নামিয়া আসিলেও এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে গ্রামে যুবকবৃন্দের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দিলেও ফুটবল খেলার প্রসার কমে নাই। ইহার একমাত্র কারণ ফুটবল অনুরাগীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ফুটবল বরাবরই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে আগের চেয়ে খুব সাম্প্রতিক-কালে ইহার রেওয়াজ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিযোগিমূলক খেলার আয়োজন কিছুটা কম। আগে প্রায় প্রতিদিনই বৈকালবেলায় বহু ক্রীড়ামোদী দর্শককে খেলার মাঠের দিকে ছুটিতে দেখা যাইত। দিনের কাজের শেষে স্থানীয় শ্রমিক ধনী ব্যবসায়ী পর্যন্ত এবং সাধারণ গৃহস্থ কিংবা চাকুরিয়া সকলেই খেলা দেখিবার জন্য মাঠে হাজির হইতেন। কিন্তু বর্তমানে স্থানীয়ভাবে এই ফুটবল খেলার অনুষ্ঠানে কিছুটা কেন, বেশ মারাত্মক রকমের ভাঁটা পড়িয়াছে। কোথায় বিভিন্ন স্মৃতি-কাপ বা স্মৃতি-শীল্ডের উত্তেজনাকর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আর ইহাদের দৌলতে বাহিরের ফুটবল দলের সংস্পর্শে আসিয়া স্থানীয় খেলোয়াড়দের উন্নততর ক্রীড়া-পদ্ধতির অনুশীলনের অবকাশ!

এই শহরের অভাবিত সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ফুটবল খেলা শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। স্থানীয় 'অগ্নিফৌজ' সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় ফুটবল খেলার কিছুটা অনুশীলন হইলেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক অনুষ্ঠান না হওয়ায় তাহা নিতান্ত একতরফা হইতেছে। প্রতিপক্ষ অন্য দল গড়িয়া না উঠায় খেলার জন্য 'অগ্নিফৌজ'-এর খেলোয়াড়দের বাহিরের খেলায় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। তবুও যে দুই-একটি খেলা দেখা গিয়াছে, তাহাতে বলা যায় যে, এই সঙ্ঘের কর্মকর্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে। তাঁহারা খেলোয়াড় খুঁজিয়া বেড়ান; ক্রীড়ানুশীলনের ব্যবস্থা রাখেন। এক কথায় তাঁহারা খেলোয়াড় তৈয়ারী করেন। 'সেবা শিবির' পরিচালিত কাপের খেলা বর্ত্তমানে চলিতেছে। রঘুনাথগঞ্জে স্তিমিত ফুটবল খেলার নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে এই ক্লাবের বর্ত্তমান আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। ব্যোমকেশ-স্মৃতি-কাপের শেষ খেলাটি গত বৎসর হইতে অমীমাংসিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার পুনরনুষ্ঠান হইবে কি না জানি না।

রঘুনাথগঞ্জস্থ জনগণের মনের তৃপ্তিসাধনের চাহিদাটুকুর কথা ভাবিয়া যদি ক্রীড়ামোদী উৎসাহী যুবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শহরের ফুটবল খেলার স্বল্পতা দূরীকরণের চেষ্টা করেন, তবে এই শহরের একটি বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। এইজন্য উৎসাহ উদ্যমের প্রয়োজন। ম্যাকেঞ্জি সংলগ্ন খেলার মাঠ আজ গোচারণ ভূমি হইয়াছে; অচিরে ইহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী চলিতে থাকিলে মাঠটির অপমৃত্যু ঘটিবে। এখানে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা যাহাতে নিশ্চিহ্ন হইয়া না যায়, তাহার জন্য বিভিন্ন দলের উৎসাহী যুবকদের উন্নাসিকতা পরিহার করিয়া এই শহরের স্বার্থে বিশেষ করিয়া ছোটদের ভবিষ্যতের স্বার্থে ফুটবল সম্পর্কিত একটি জোরাল কর্মসূচী গ্রহণ করার প্রয়োজন।

সর্ব্ব ভারতীয় আম্র প্রদর্শনী

১৯৬৭ সালে সর্ব্ব ভারতীয় আম্র প্রদর্শনী হয়েছিল চন্দ্রীগড়ে গত ১২ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্য্যন্ত। ভারতীয় আম্র প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। এই আমন্ত্রণে মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ ও বহরমপুর উন্নয়ন সংস্থা থেকে মোট পাঁচজন প্রতিযোগী যোগদান করেছিলেন। অত্যন্ত যত্ন সহকারে এদের প্রতিযোগিতার আম চন্দ্রীগড়ে পাঠান হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে। পাঁচজন প্রতিযোগী ফজলী, সুরমা-ফজলী ও কুয়া পাহাড় জাতীয় আম প্রদর্শনীতে পাঠিয়েছিলেন। খুবই আনন্দের কথা যে মাত্র পাঁচজন প্রতিযোগীর মধ্যে ফজলী জাতীয় আম সারা ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলার সমসেরগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা থেকে। প্রথম পুরস্কার ১০০৲ টাকা পেয়েছেন গাজীনগর গ্রাম নিবাসী শ্রীকাদের বক্স বিশ্বাস ও দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫৲ টাকা পেয়েছেন আলমসাহী গ্রাম নিবাসী শ্রীপ্রশান্তকুমার রায় মহাশয়। তা ছাড়া এরা দু'জনেই সর্ব্ব ভারতীয় আম্র প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে প্রশংসা পত্র পেয়েছেন।

জঙ্গিপুর সদর খেয়াঘাটে

ভয়াবহ নৌকাডুবি

ইজারদারের নিষ্ক্রিয়তা

২৯শে আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ৩-৩০ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর পারে একখানি ডিঙী নৌকা ১৫ জন ছাত্রছাত্রী ও একখানি সাইকেল বোঝাই লইয়া রাইভাটীর স্রোতে উল্টাইয়া যায়। জঙ্গিপুর কলেজের বি-এ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী মনীষা রায় চৌধুরী স্রোতের টানে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নৌকার অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করা হইয়াছে।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায় দুইটী খেয়াঘাট চালু আছে। ডোমপাড়া খেয়াঘাটের ইজারদার শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র দাস ও সদর ঘাটের ইজারদার শ্রীরমানাথ দাস (হাবা) উভয়েই খেয়াঘাটের কার্য্য পরিচালনায় সম্পূর্ণ অপটু ও অনভিজ্ঞ। ইহাদিগকে শিখণ্ডী করিয়া কোন গুণী ও ধনী লোক পশ্চাতে থাকিয়া টাকা উপায়ের ফন্দী করিয়াছেন। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটী বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির উপার্জ্জনের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা কাহারা তাহা আপামর জনসাধারণ অবগত আছেন।

আমরা জানি প্রত্যেক খেয়াঘাটে যাত্রী পারাপারের জন্য বর্ষাকালে তিনখানি নৌকা ও গ্রীষ্মকালে দুইখানি নৌকা রাখিতে হইবে—প্রতি নৌকায় দুইজন দাঁড়ী ও একজন হাল ধরার মাঝি থাকিবে। বর্ত্তমানে এই নিয়ম প্রতিপালিত হয় কি? গরু, ঘোড়া, মহিষ পারাপারের জন্য পৃথক নৌকা থাকিবে—তাহা আছে কি? কিছুদিন পূর্ব্বে সদর খেয়াঘাটের স্থান পরিবর্ত্তন করার জন্য মিউনিসিপ্যাল সভায় আলোচনা হয় এবং উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়—কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হয় নাই কেন? নৌকাডুবির সময় ঘাটে মাত্র দুইখানি নৌকা ছিল সেই নৌকা বিপদগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া যায় নাই কেন? ডোমপাড়া গাড়ী ঘাটের ষ্টিমবোট বা অন্যান্য নৌকা বিপদগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যই করে নাই।

৩০শে আগষ্ট বুধবার যাত্রী পারাপারের জন্য তিনখানি নৌকা চলাচল করিতেছে। নিয়মিত-ভাবে তিনখানি নৌকা চলাচল করিলে খেয়াডিঙীর কোন আবশ্যক হইবে না। জঙ্গিপুরের নবাগত মহকুমা শাসক শ্রীশিবরাজ সিং, আই-এ-এস মহোদয়ের, মহকুমা পুলিশ অফিসারের ও মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষের যুক্ত তদন্ত হউক এবং প্রকৃত অপরাধীর শাস্তিবিধান করা হউক।

ভাগীরথী বক্ষে ৭২ কি, মি সন্তরণ

এশিয়ার বৃহত্তম সন্তরণ প্রতিযোগিতা

গত ২৭শে আগষ্ট রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা সুইমিং এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ভাগীরথী বক্ষে ৭২ কি, মি সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর সদর ঘাট হইতে ভোর ৫-২০ মিনিটে বাংলার বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মহাশয়ের উপস্থিতিতে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৬ জন প্রতিযোগী ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন।

দুখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদের প্রসিদ্ধ বিড়ি ব্যবসায়ী স্বর্গীয় দুখুলাল দাস ও নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়দ্বয়ের নামানুসারে তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরেরা এক মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। গত ২৩শে আগষ্ট বুধবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় উক্ত মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদের সুযোগ্য জেলা শাসক শ্রীবরদাচরণ শর্ম্মা, আই-এ-এস মহোদয়ের সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু তিনি জরুরী কার্য্যবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় জিয়াগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ডক্টর রামচন্দ্র পাল মহাশয়দ্বয় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় অরঙ্গাবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্র মহোদয়গণ সমবেত হন। সভাশেষে নিমন্ত্রিতগণকে চা ও বিস্কুটে আপ্যায়িত করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগষ্ট গোপালনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলা হয়। প্রধান শিক্ষক শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং ছাত্রছাত্রীরা পতাকা অভিবাদন করে।

একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীর মৃত্যু

গত ৬ই ভাদ্র বুধবার সকালে রঘুনাথগঞ্জের একনিষ্ঠ নীরব কংগ্রেস কর্মী শ্রীশম্ভুচরণ রায় মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে গ্রহণীরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না। প্রতিবেশিগণ ও প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীমুরারিমোহন সরকার মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শম্ভু রায়ের মৃত্যুতে তাঁহার পরিচিত সকলেই হা-হুতাশ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, নম্র, সচ্চরিত্র ব্যক্তি এ যুগে বিরল। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন ইহাই আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যু

গত ৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটার শ্রীকমলাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহরমপুর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। তিনি বর্দ্ধমান শহরে শিক্ষকতা করিতেন। বৎসর-খানেক হইল অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজন-গণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

প্রাথমিক শিক্ষকের মৃত্যু

সেকন্দরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ কর্ম্মকার মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

অম্বলের যম **আরকানা** অম্বলের যম

অম্লশূল, পিত্তশূল, টক-বমি, অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভার ব্যথা ও যাবতীয় পেটবেদনায় আশু ফলপ্রদ সকল সম্ভ্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

সব রকমের মোটর গাড়ীর স্পেয়ার পার্টস পেতে হলে একবার জঙ্গীপুর রোড বার্মা শেল পেট্রোল পাম্প সন্নিকটবর্ত্তী

চৌধুরী মোটরস্-এ

আসুন।

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেণ্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ৩·০০ তিন টাকা অগ্রিম দেয়, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা। বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি ৫ সেন্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।